রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশিপালন

পউষের শুরু, তবু শীতের প্রকোপ কমে
হঠাৎ বসন্ত যেন চাঁদের এ-পিঠে আজ
নিশীথের বাঁশি একা বাজে না ট্রেনের দূরে,
পাহারায় থেকে আরো বিজন সে হল ক্রমে।

শব্দ নিয়ে এ - রজনী জেগেছে কী এক ভ্রমে
ক্রিসেনথেমামে সে কি পেতে চায় গন্ধরাজ
আকাশ - পৃথিবী চুপ, বিড়ালই তো ভবঘুরে,
ঋতুসন্ধি চিনে আসে কালপুরুষেরা ক্রমে।

জানি, এই ক্রন্দসীর বিনিময়ে এতকাল
অধমর্ণ হয়ে আছে শব্দ আর অমরতা,
ধ্রুবক না ধরে সূত্র হয় না যে সমাধান।

তেমনই ভাবের ঘরে যাপনের কথকতা
না এলে লোকের মনে জমা হয় প্রশ্নবান,
যখন পউষ মানে নবান্নের শীতকাল।

নিশীথলিপির কাছে আমাদের আয়ুষ্কাল
ভিক্ষা চায় দ্বিজত্ব বা ধবনিময় জাগরণ,
মর্মে লেখে লিপিগুলি যক্ষঋতু আমরণ।

সন্ধিলগ্ন

কথা কও কথা কও বলে পাখি সমর্থন
জানিয়েছে দূরভাষে। আর আমি চুম্বকের
গ্রহণ - ক্ষমতা বুঝে বিস্মিত হয়েছি আরো,
অপরাহ্ন হয়েছিল সেইদিন বৃষ্টিস্নাত।

ছন্নমতি সময়ের গভীরে যে অনাঘ্রাত
সম্পর্ক - কুসুম থাকে, হয়তো সেদিন তারও
গন্ধ ছিল কিছু বেশি --- আমিও পেয়েছি টের,
শূন্যপ্রাণে জাগে সেই কবেকার প্রভঞ্জন।

বচনের তীর ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে এতকাল
কাটিয়েছি মৌনবেলা, অথচ ধরেছে কলি----
আমারই আত্মার যেন লুপ্তপ্রায় বিকশন,

পরোক্ষ যে আগন্তুক করেছিল আকর্ষণ,
তারই জন্য নিজেকেও আয়ুষ্মান হও বলি,
আমার শোণিত উষ্ণ করে তারই রৌদ্রজাল।